চিরকূট ১৭

গত সপ্তাহে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে ইসরায়েলী আগ্রাসী শক্তি একজন বৃদ্ধ ও পঙ্গু নেতা শেখ আহম্মদ ইয়াসিনকে হত্যা করে বিশ্বব্যাপী এ বিরাট বিতর্কের ঝড় তুলেছে। স্বাভাবিক ভাবে ইসারয়েল এ পক্ষে এ সাফাই গেয়েছে আর তার সাথে তার মুরব্বি আমেরিকা ইসরায়েলের পক্ষাবলম্বন করে তাদের চিরাচরিত অবস্থানে স্থির থেকেছে। এটা স্বাভাবিক যে আমেরিকার এর বাইরে যাওয়ার আর কোন পথ খোলা নেই। তারা নিজেরা অনেক গুপ্ত হত্যা করেছে আর তার সাথে জড়িত থেকেছে । এখন তাদের পক্ষে সেখান থেকে সরে এসে বলা সম্ভব নয় যে শেখ ইয়াসিনকে হত্যাটা একটা অন্যায় বা আর্ন্তজাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী। তবে ব্রিটেন আর কানাডা পরিস্কার ভাষায় এর নিন্দা করেছে। মূলতঃ যারা আর্ন্তজাতিক আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা করে তারা এ হত্যা কান্ডের নিন্দা না করে পারেনি।

কেন এ হত্যাকাণ্ড? শেখ ইয়াসিন ছিলেন হামাসের নেতা যারা ‘‘সুইসাইডাল’’ অপারেশনের পক্ষে কাজ করেছে। নিরিহ ইসরায়েলীদের হত্যায় বোমাবাজ পাঠিয়েছে। সুতরাং তাকে হত্যা করার অধিকার ইসরায়েল অর্জন করেছে। এটা যদি একমাত্র কারন ধরেনি তবে বলতে হয় - এ হত্যা কান্ডের পর সুইসাইডাল বোমা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত ইসরায়েল শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। পৃথিবীতে একজনও মানুষ নেই যে এ কথা বিশ্বাস করবে। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে কোন ঘটনা বিশ্লেষনের জন্যে আমাদের ঘটনার কারন জানতে হবে। কেন এ সুইসাইডাল বোমা। দীর্ঘ ২০ বৎসর ক্রমাগত আগ্রাসী শক্তির নিস্পেষনে থাকার পর ১৯৮৮ সালে হামাসের জন্ম হয়। তার আগেও আত্নহত্যা হয়েছে, প্রথমটা ১৯৪৪ সালে। হামাসের জন্মের পরও ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন পিএলওই এখনও জনপ্রিয় সংগঠন। যারা এ বিষয়ে জানেন তারা নিশ্চয় বলবেন না আরাফাত মৌলবাদী। তবে কেন আরাফাতকেও হত্যার হুমকী? কারনটা পরিস্কার - ইসরায়েল যা করবে তার যেন কোন বিরোধীতা না হয়। এক কথায় প্যালেষ্টাইনী জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে চিরতরে মুছে দেওয়া। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? সেটা দেখা যাবে - বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা তামিল মুক্তি সংগ্রামীদের ইতিহাসকে দেখলে। একটা মানুষকে হত্যা করে একটা জনগোষ্ঠির স্বাধিকারের সংগ্রামকে কি কখনও বন্ধ করা যাবে? তা হলে তো শত শত স্বদেশী হত্যার পর ইংরেজদের ভারত ছাড়তে হতো না। যেখানেও প্রীতিলতার মতো সংগ্রামীরা আত্নহত্যার মাধ্যমে সংগ্রামকে বেগবান করেছিল। আর ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ তো নতুন নয় - দেখুন এমনেষ্টি কি বলে -

"The repeated practice by the Israeli army of deliberate and wanton destruction of homes and civilian property is a grave violation of international human rights and humanitarian law, notably of Articles 33 and 53 of the Fourth Geneva Convention, and constitutes a war crime," (AI Index: MDE 15/091/2003 (Public), News Service No: 234, 13 October 2003)

কে শুনে কার কথা। আর যদি বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি থাকে তার পিছনে তবে তো আর কথাই নেই। কোথায় যাবেন আপনি - জাতিসংঘে । সেখানে আছে আমেরিকা - চোখ বন্ধ করে দেবে ভিটো। ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকা ৩০ বার ভিটো প্রয়োগ করেছে - যাতে ইসরায়েল তার মানবাধিকার বিরোধী অপরাধ চালিয়ে যেতে কোন বাধা না পায়। সর্বশেষটা শেখ ইয়াসিনের হত্যার নিন্দা করে আনা প্রস্তাবে। একটা দেশ যদি এমন ভাবে হত্যার অবাধ লাইসেন্স পায়তো কে ভাবে জেনেভা কনভেনশন নিয়ে। ওটাতো একটা কাগজ।

এবার আসা যাক এ হত্যাকাণ্ডের বৈধতা আর অবৈধতা নিয়ে যে বিতর্ক হচ্ছে তার প্রসংগে। হত্যাকাণ্ডের বৈধতা নিয়ে কথা বলা আগে ইসরায়েলের অবস্থান নিয়ে কিছু বলা যাক। ইসরায়েল বলছে - তারা একজন মিলিট্যান্ট হত্যা করেছে। একজন পঙ্গু মানুষ তার নিজের বাড়িতে প্রার্থনা করে বের হওয়ার মুহুর্তে হেলিকাপ্টার দিয়ে বোমা বর্ষন করে মারা আর যাই হোক যুদ্ধ রীতির মধ্যে পড়ে না। এ ছাড়াও জেনিভা কনভেশন অনুসারে যে কোন আগ্রাসন অবৈধ আর আগ্রাসী বাহিনীর আত্নরক্ষার নামে যে কোন হত্যাকাণ্ডও অবৈধ। আগ্রাসী বাহিনীর একমাত্র বৈধ কাজ হচ্ছে আগ্রাসী তৎপরতা বন্ধ করা। এ ক্ষেত্রে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলা দরকার - আমেরিকা আর ইসরায়েল কোন কনভেনশন স্বাক্ষর করেনি সুতরাং তারা চলে তাদের নিজেদের আইন অনুসারে।

বাকী বিশ্বের মাথা ব্যথা এ কাজ বৈধ না সেটা নিয়ে ভাবা। আমেরিকা ইচ্ছা করলে পানামার প্রেসিডেন্টকে ধরে এনে তাদের দেশে বিচার করতে বা হাইতির প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করতে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাদের কাজে আর্ন্তজাতিক রীতিনীতি অপ্রয়োজনীয়। আর যদি আমরা আন্তর্জাতিক আইনের কথা বলি তবে আবারো আমাদের যেতে হবে জেনেভা কনভেনশনের দিকে। সেখানে পরিস্কার বলা আছে আগ্রাসী শক্তির কোনভাবে আত্নরক্ষার নামের হত্যা করার অধিকার নেই।

কথা আসে যারা নিজেদের সেকুলারিষ্ট বা মানবতাবাদী বা রেসনালিষ্ট বলে দাবী করেন বা পশু হত্যায় মাতম উঠান তাদের নিয়ে। সমস্ত মানবাধিকারের রীতির উপেক্ষা করে যখন এ ধরনের একজন প্রায়ান্ধ মানুষকে জঘন্য হত্যাকান্ডের নজির তৈরী হয় তারা এ কথা নিয়ে সম্পূর্ন নিরব থাকেন। তবে এটা সত্যি আশার কথা যে এদের কেহ এর পক্ষে দু'কলম লিখতে এগিয়ে এসে নিজেকে হাস্যকর করেননি। তবে তাদের পক্ষে একদম চুপ থাকা কি সম্ভব। ঘটনা থেকে বিতর্ককে অন্যদিকে সরানোর জন্যে তারা ''ডিমের মোটা অংশ না সরু অংশ দিয়ে ভাংবো'' ধরনের বিতর্ক শুরু করেছেন। তাদের জিজ্ঞাসা, শেখ ইয়াসিন কি শহীদ হয়েছেন? যারা ধর্ম বিশ্বাস করেন না তাদের জন্যে প্রশ্নটা অবান্তর নয় কি? যদি সে শহীদ হন তবে কি এ হত্যা বৈধ হবে না কি সেটা অপরাধের মধ্যে পড়বে না? এ বিষয়ে আলোচনা করা কি আসলে আপনাদের কোন সৎ উদ্দেশ্য কাজ করে? না। আসলে আপনারা আপনাদের মুসলমান বিদ্বেষী মুখটা লুকানোর জন্যে যতই মানবতাবাদীর মুখোশটা শক্ত করে পড়ুন না কেন সেটা কিন্তু আপনাদের বিকৃত চেহারাটাকে পুরোপুরি ঢাকতে ব্যর্থ । তারচেয়ে সরাসরি বলুন না কেন আপনারা এ ধরনের হত্যা কান্ড সমর্থন করেন কিনা ? যদি শেখ ইয়াসিনের হত্যাকান্ড সমর্থন করেন তবে আপনি যে কোন হত্যাকান্ডের নিন্দার ভাষা হারাবেন। শেখ মুজিব হত্যার নিন্দা করবেন যে কারনে সে একই কারনে আপনাকে নিন্দা করতে হবে সিরাজ সিকদার হত্যার আর রাজিব গান্ধির হত্যার। কারন এ ক্ষেত্রে সব হত্যাকারীদের দৃষ্টিতে নিহতরা দুস্কৃতকারী। এরা এ কথা বলেই তাদের হত্যা করে। পৃথিবীতে এমন একজন মুক্তিসংগ্রামী আছেন যে প্রতিপক্ষের কাছে দুস্কৃতকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়নি? সেটা যেমন নেলসল মেনডেলার ক্ষেত্রে সত্য তেমনি সত্য শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে। এরা একটা জনগোষ্ঠির আশা-আকাক্ষা আর মুক্তির নেতৃত্ব দেন বলে তারা হন দুস্কৃতকারী আর যারা ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে একটা জনগোষ্ঠী স্বাধিকারের অধিকারকে পদদলিত করেন তারা হচ্ছেন হিরো।

কারো বিষয়ে ব্যক্তিগত কথা না বলে একটা কথা বলি যারা মুসলমানদের নিয়ে হাসি তামাসা করার মাধ্যমে একটা জনগোষ্ঠীর মুক্তির সংগ্রামকে বিকৃত করার চেষ্টা করেন তারা একবার ভেবে দেখবেন কি এর মাধ্যমে আপনারা আপনাদের হিপোক্রেটিক চেহারাটাকে পাঠকের কাছে তুলে দিচ্ছেন না? শেখ ইয়াসিন ফিলিস্তিনী জনগনের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না কিন্তু তার মৃত্যুর পর বিশাল জমায়েত থেকে কি আপনারা কিছু শুনতে পাননি? আর সুইসাইডাল বোমা সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। আচ্ছা বলুন তো যে মেয়েটা বোমা নিয়ে রাজীব গান্ধীকে মেরেছে সে কি ৭০টা হুরের স্বপন দেখেছিল। অথবা তামিলদের আত্নঘাতী হামলাকারীরা কি বেহেস্তের আশায় জীবন দিচ্ছে? এটা বলবেন না নিশ্চয় প্রীতিলতা ১০০টা হুরসহ বেহেস্তের জন্যে আত্নহত্যা করে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামকে বেগবান করেছিল। একটু ভাল করে দেখুন - হাজার হাজার মানুষ দিনের পর দিন ট্যাঙ্কে আর হেলিকাপ্টার গানশিপের বিরুদ্ধে ইট পাটকেল নিয়ে লড়াই করছে আর দিন দিন হতাশ হচ্ছে । একটা হতাশ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকের দমন করে তার বাড়ীর পাশে তাদের দেশের ভিতরে অন্যদেশীরা এসে আরাম আয়েসে জীবন যাপন করবে আর তাদের তাদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে ভিনদেশের সৈন্য দ্বারা । তারপরও তাদের জীবন দূর্বিসহ করে তুলছে পরাশক্তির তাবেদার একটা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসী বাহিনী। দেখুন না এপ্রসংগে আর্ন্তজাতিক মহল কি বলেন ঃ-

Much of the destruction of homes and agricultural land in recent years has been in the Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world, where more than two thirds of the population now live under the poverty line (of US $ 2 per day). (AI Index: MDE 15/091/2003 (Public), News Service No: 234, 13 October 2003)

এটাতো সেখানকার মানুষের নিত্যকার জীবন। দেখুন এমনেষ্টির বিশ্লেষন ঃ-

"The repeated practice by the Israeli army of deliberate and wanton destruction of homes and civilian property is a grave violation of international human rights and humanitarian law, notably of Articles 33 and 53 of the Fourth Geneva Convention, and constitutes a war crime," said Amnesty International. (AI Index: MDE 15/091/2003 (Public), News Service No: 234, 13 October 2003)

একদিন না দুদিন না ৪০ বৎসর। এর পর যদি কোন একজন মানুষ তার গোষ্ঠীকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে নিজের জীবনকে বাজি রাখে সেটাকে কি অবজ্ঞা করা ঠিক। নাকি তার কারন নির্মূল করে সে জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা উচিৎ। এটা যার যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। আমেরিকান চশমাটা খুলে নিলে দেখবেন বিষয়টা কেমন অন্যরকম লাগবে।

আর একটা কথা বলে আজ বিদায় নেব। মুক্তমনার নাম নিয়ে যারা মুসলমানদের গালাগালি করে নিজেদের মনের ঝালমিটান তাদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কোন ধারনা রাখেন না - কেবল মুসলমানদের হেয় করার জন্যে মুক্তমনা ভেক ধরে ছদ্মনামে লিখেন। যেমন এক ভদ্রলোক ঢাকাইয়া ছদ্ম নামে লিখেন। তিনি সুযোগ পেলেই মুসলমানদের একহাত নেন। তার লেখা থেকে যতটুকু জানি তিনি মুসলমান না বা মুসলমান না বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। একটা অনুরোধ দাদা, অন্যের দোষত্রুটি বের করার আগে নিজেদের দিকটা দেখুন। আপনি যে ধর্মের অনুসারী সে ধর্মের নিশ্চয় কালো দিক আছে সে দিকটা নিয়ে লিখুন - তবে না আমরা জানতে পারি মুক্তমনারা কতটা সৎ। কাঁচের ঘরে বসে অন্যের দিকে ঢিল ছোড়া কিন্তু ভয়াবহ। আর যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় মুক্তমনার ভেক ধরে মুসলমানদের এক হাত নেওয়া তাহলে চালিয়ে যান। কারন আপনার মুখোশটা অনেকটুকুই খুলে গেছে - আর একটু বাকী আর আমাদের পাঠকরাতো আছেনই। আপনার চেহারা বের করা তাদের দায়িত্ব।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো, মার্চ, ২০০৪